

ইন্না হামদা লিল্লাহ। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ।' সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য যিনি মানুষকে সর্ববিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকূলের মাঝে প্রেরণ করেছেন। দুর্দ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদূত, এ বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর উপর।

যেমনটি আল্লাহ্ তা'য়ালার পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেন-

نِيْمًا لِّغَلَاةٍ مُّحَرَّرٍ إِلَّا كَانَتْ سِرًّا أَمَو

আমি আপনাকে[রাসূলুল্লাহকে] বিশ্বাসীর জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। [সূরা-আম্বিয়া:১০৭]

যাকে ভালো না বাসলে কখনো ই প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না।

যেমনটি আল্লাহ্ তা'য়ালার পরোক্ষ ওহী হাদীসে বর্ণিত--

نَمْ هِيْلًا بِحَا نَوْكََا يَتَحْمَكْدَحَا نَمْؤِي لَا) : مَلَسَ وَ هِيْلَ هَلَا يَصْ يَبْنَا لَاقْ لَاقْ سَرْ نَا نَمْ  
سَانَا وَ مَدَلُو وَ مَدَلَا  
نِيْعَمَجَا

হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-- কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার পিতা-মাতা, এবং তার সন্তান ও সমস্ত মানুষ থেকে আমাকে বেশি ভালোবাসবে।" [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭৭]

কিন্তু দুঃখজনক হলে ও সত্য সৃষ্টির কিছু নিকৃষ্ট জীব মানবকূলের আশার শিরোমণি, মুমিনদের প্রাণের খনি নবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সম্মান, তাঁর শানে ব্যংগ, তাঁকে নিয়ে জঘন্য কটুক্তি করছে, ব্যঙ্গচিত্র আঁকছে। কাফির, মুরতাদ, ইসলামবিদ্বেষী রা আজ পবিত্র কুর' আনের অবমাননা করছে, মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করছে, রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে, সর্বোপরি পৃথিবীর ১০০ কোটি মুসলিমকে দিনরাত অপমান করছে।

আর তারা এই সব করছে বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে।

বিগত শতাব্দীগুলোতে তারা এই একই কাজ করেছে খ্রিস্টধর্মের দোহাই দিয়ে আর আজ করছে বাকস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে। একেক সময় একেক মিথ্যা অজুহাতের আড়াল থেকে তারা এসব হীন কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছে।

যদিও তারা এটা কখনোই স্বীকার করতে চায় না কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এসবের আড়ালে লুকিয়ে আছে তাদের ঐতিহাসিক এবং অন্তর্নিহিত তীব্র ইসলামবিদ্বেষ। এটাই মূল কারণ

আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল এর সত্য সাক্ষী ই দেন -

"...শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটেই বেরোয়। আর যা কিছু তাদের অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। [সূরা আলে ইমরান:১১৮]

অর্থাৎ কুফর, মুরতাদ, ইসলামবিদ্বেষীদের কর্তৃক প্রিয় রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] অবমাননা নতুন কিছু নয়। এটা ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে, যখন থেকে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তখন থেকেই এর উত্থান।

নিঃসন্দেহেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অবমাননা সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে জঘন্য ও অমার্জনীয় কার্যের অন্তর্ভুক্ত। যদি কেউ মুসলিম হয়ে ও এ হেন কর্ম করে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং যদি কোনো কাফির তা করে তাহলে তার রক্ত সর্বাবস্থায় হালাল হয়ে যাবে [তার সাথে কোনো চুক্তি থাকুক কিংবা নাই থাকুক] এবং তারা 'শাতেমে রাসূল' তথা 'রাসূল অবমাননাকারী' হিসেবে গণ্য হবে এবং তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। এবিষয়ে সালফে সালেহীনদের ইজমা বিদ্যমান।

কিন্তু এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর কটুক্তিকারীদের জন্য শারী'আহর বিধান কী হবে তা নিয়ে উম্মাতে মুহাম্মদিকে বর্তমান সময়ের মত এতটা দ্বিধাগ্রস্ত পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। যেখানে স্বয়ং রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন, এই বিষয়ে দুটি বকরীরও দ্বিমত হওয়ার সুযোগ নেই। অসংখ্য হাদিস ও সাহাবাদের ঈমানদীপ্ত কাহিনির পরেও আমাদের অধিকাংশ আলেম উলামাদের কেমন যেন দ্বিধা !! তাছাড়া বিষয়টির ক্রিয়া অন্যান্য মুসলিম দের মধ্যে ও ছড়াচ্ছে। তারা এ বিষয়ে শরীয়াহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকার কারণে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং অনেক টা আপোষনীতি গ্রহণ করেছে। যা কখনোই কাম্য নয়।

তাই আমার এই নোট লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো শাতেমে রাসূল[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সম্পর্কে শরীয়াহর সেই বিধানগুলো তুলে ধরা এবং কিঞ্চিৎ হলেও আমাদের মাঝের এই বিভ্রান্তি গুলো অপনয়ন করার চেষ্টা করা। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

যেমনটি বলা হয়েছে এটা একটি দলীল ভিত্তিক নোট, তাই এখানে তেমন ভূমিকা থাকবে না। পাঠকগণ সেটা গ্রহণযোগ্য চিত্রে নিবেন বলে ই আশা।

..... # প্রথমেই এখানে কতক শাতেমে রাসূলদের পরিণতি সম্পর্কে উদ্ধৃতি করা হলো -যা ঘটেছিলো রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] -এর যুগে তথা ইসলামের সোনালী সময়ে।

\* কাব বিন আশরাফের গুপ্ত হত্যাঃ

কাব বিন আশরাফ ছিলো একজন ইহুদী নেতা এবং সফল কবি। সে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর বিরুদ্ধে কথা বলতো,তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো এবং বিভিন্ন অশ্লীল কবিতা রচনা করতো। তাই রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন:

"কে আছে কাব ইবনে আশরাফের ব্যবস্থা করবে কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্ষতি করেছে,আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিচ্ছে?"

আল আউস গোত্রের একজন আনসার,মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ [আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন] বললেন,

"হে আল্লাহ র রাসূল! আমি করব! আপনি কি চান আমি তাঁকে হত্যা করি?"

আল্লাহ র রাসূল[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]বল্লেন, "ইয়া।"

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এখন অঙ্গীকার করেছেন,তিনি কথা দিয়েছেন যে কাব বিন আশরাফ কে হত্যা করবেন।

তিনি বাসায় গিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন এবং এই ব্যাপারটা তার কাছে যেন কঠিন মনে হলো। কাব ইবনে আশরাফ থাকতো ইহুদী বসতির মধ্যে,তার সমর্থক দিয়ে পরিবেষ্টিত একটি দূর্গে এবং এটি ছিলো অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ।তিনি ভেবে ভেবে কোনো কুল-কিনারা পাচ্ছিলেন না এবং এটা তাঁর নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিলো,শুধু সেটুকু বাকী যে সামান্য বেঁচে থাকার প্রয়োজন।প্রায় তিনদিন তিনি কোনো কিছু আহার বা পান করেন নি।

এই খবর আল্লাহ র রাসূলের নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন,"তোমার

কি হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ? এটা কি সত্য যে তুমি আহার পান করা বন্ধ করে দিয়েছো?"

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন,"জি হ্যাঁ।"

আল্লাহ্ র রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] জিজ্ঞেস করলেন,"কেনো?"

তিনি বললেন,"আমি আপনার কাছে একটি অঙ্গীকার করেছি এবং আমি চিন্তিত যে আমি সেই অঙ্গীকার রাখতে সক্ষম হবো কিনা।"

আল্লাহ্ র রাসূল[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁকে বললেনঃ" তোমাকে যেটি করতে হবে তা হলো চেষ্টা,বার্কিটা মহান আল্লাহ্ র উপর ছেড়ে দাও।"

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ[আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন],"

হে আল্লাহ্ র রাসূল! আমাকে তাহলে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার অনুমতি দিতে হবে।

{পরিকল্পনার বিষয় হলো যে,আমাকে আপনার ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলতে হবে}

রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ]বললেন, "তোমার যা খুশি বলো!"

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ এবং আওস গোত্র থেকে আনসারদের একটি দল ফাঁদ পাতার জন্য কাব ইবনে আশরাফের সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। মুহাম্মাদের সাথীদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু নায়লা।এটি কথিত আছে যে তিনি কাব বিন আশরাফের সৎভাই ছিলেন।

তারা কাব বিন আশরাফের সাথে দেখা করলেন এবং তাকে রাসূলের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন।

কাব বললো,"আমি তোমাদের আগেই বলেছি এবং সামনে তোমরা আরো খারাপ সময় দেখবে।"

পরিকল্পনা মোতাবেক,ফাঁদ হিসেবে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ কাব বিন আশরাফের সাথে সখ্যতা তৈরী করে তার কাছে তাঁদের অস্ত্র রেখে কিছু ধার নিলেন।যাতে পরের বার অস্ত্র আনার বাহনা করতে গেলে সে সন্দেহ না করে।

পরবর্তীতে তাঁরা তাঁদের অস্ত্র নেয়ার জন্য তার সাথে সাক্ষাতের একটি সময় নির্ধারণ করলেন যা ছিলো গভীর রাতে।

কাবের স্ত্রী বললো,"আমি এই কণ্ঠে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি।"

কাব বলল,চিন্তা করো না,"এটি হচ্ছে আমার বন্ধু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবু নায়লা।"

অতঃপর সে নিচে গেলো মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ এবং তার সঙ্গীদের সাথে দেখা করতে।

তারা একটি সংকেত ঠিক করে নিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ তাদের বললেন,"যখন তোমরা আমাকে ওর মাথা ধরতে দেখবে,তলোয়ার দিয়ে তাকে শেষ করে দিবে।"-এটাই ছিলো তাদের সংকেত।

কাব আসতেই তারা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে "শিব আল আযুজ" নামক স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হোন।

সেখানে পৌঁছানোর পর, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ কাবকে বললেন,"বাহ! তোমার থেকে অনেক সুন্দর ঘ্রাণ আসছে।(তার চুলে কোনো সুগন্ধি লাগানো ছিলো)আমি কি এর ঘ্রাণ নিতে পারি?"



সে বললো,"হ্যাঁ নাও।"

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ তার হাত দিয়ে কাবের মাথাটাকে টেনে নিলেন এবং শুকে বললেন,"এটা তো দারুন(এটি ছিলো দেখার জন্য একটি পরীক্ষা)।"

সে বললো,"তুমি কি আরেকবার আমাকে এর দ্বাণ নিতে দেবে?"

সে বললো,"হ্যাঁ, নাও।"

তিনি তাকে পুনরায় ধরলেন এবং এবার তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে লাগলেন।কিন্তু সেগুলো তাকে মারার জন্য যথেষ্ট ছিলো না এবং সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠলো।তৎক্ষণিকভাবে সবগুলো দুর্গতে আলো জ্বলে ওঠলো। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বলেন,"আমার মনে পড়ল যে আমার কাছে একটি ছুরি আছে।তাই আমি সেটা বের করে তার তলপেটের নিম্নাংশের হাড় পর্যন্ত প্রবেশ করলাম এবং সে স্থান ত্যাগ করলাম।"

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ এবং আওস গোত্রের লোকেরা এভাবেই দেখে নিয়োছিলেন সেই লোকটিকে যে আল্লাহ্ র রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]কে তিরস্কার করেছিলো। {সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৮১১}

\* আবু রাফে-এর গুপ্তহত্যার ঘটনাঃ

খাজরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে আতিক[আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন]আবু রাফেকে হত্যা করতে তার দুর্গে প্রবেশ করলেন।অতঃপর তিনি আবু রাফের শয্যাঘরে পৌঁছে গেলেন। কারণ তিনি চাবিগুলো হাতে পেয়েগিয়েছিলেন। পুরোপুরি অন্ধকার থাকার কারণে তিনি আবু রাফেকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। সেটি ছিলো গভীর রাত।

তিনি তখন সরাসরি আবু রাফে কে ডাকলেন।বললেন,আবু রাফে তুমি কোথায়?  
আবু রাফে আওয়াজের জবাব দিলো।

তিনি তখন শব্দের উৎসের দিকে গেলেন এবং আঘাত করলেন।কিন্তু তিনি তাকে প্রথম আঘাতে হত্যা করতে পারলেন না। সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠলো।

আব্দুল্লাহ বিন আতিক উপস্থিত বুদ্ধিতে খুব চতুর ছিলেন।তিনি সাথে সাথে পিছু হটে আবার ফিরে আসলেন এবং সাহায্যকারী সেজে আওয়াজ পরিবর্তন করে এসে বললেন: আবু রাফে তোমার কি হয়েছে?

আবু রাফে জবাবে বললো,"তোমার মায়ের উপর অভিশাপ,এখানে কেউ আছে যে আমাকে হত্যার চেষ্টা করছে।"

তখন আব্দুল্লাহ বিন আতিক আবার আওয়াজের দিকে আঘাত করলেন এবারও তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন।

এবং আবু রাফে আবার ও সাহায্যের জন্য চিৎকার করলো!

তিনি আরেকবার পিছু হটলেন এবং ফিরে এলেন গলা পরিবর্তন করে।

আবু রাফে তখন আগে থেকে উপুড় হয়ে শোয়া ছিলো, কারণ সে আগে দুইবার আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলো।

এবার আব্দুল্লাহ বিন আতিক, তার তলোয়ারটি আবু রাফের পেটের মধ্যে গেঁথে দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুর মুখে পতিত না হয়।কিন্তু তিনি তখনো ও নিশ্চিত ছিলেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক একটি মই বেয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। কিন্তু উত্তেজনার বশে তিনি তাঁর পা ভেঙ্গে ফেলেন।

তিনি তাঁর সাথীদের বলেন, তোমরা গিয়ে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]কে সুসংবাদ পৌঁছে দাও। আমি এখানে থাকবো আর তার মৃত্যুর ঘোষণা শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো!

এরপর যখন তিনি আবু রাফের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হলেন, তখন তিনি বলেন,  
"আমি আল্লাহ্ র নামে শপথ করে বলছি এর চেয়ে সুমিষ্ট কথা আমার জীবনে আর কখনো শুনিনি।"

তারপর তিনি মদীনার দিকে ছুটে গেলেন এবং আল্লাহ্ র রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁকে দেখে হাসোজ্জ্বল চাহিনিতে বললেন, "সাক্ষ্যে উদ্ভাসিত হোক তোমার জীবন!"  
{সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৮১৩}

\* উম্মু ওয়ালাদ নামী এক দাসীর হত্যার ঘটনাঃ

একজন অন্ধ সাহাবীর একটি দাসী ছিল। তার নাম ছিলো উম্মু ওয়ালাদ। সেই দাসীটি রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কে গালাগাল করতো। অন্ধ সাহাবী তাকে নিষেধ করেন। কিন্তু সে নিষেধ অমান্য করে, তিনি তাকে হুমকি দেন, তাতেও সে বিরত থাকে না। দাসীটি সাহাবীটির সকল প্রয়োজনের খেয়াল রাখতো। দাসীটি থেকে ঐ সাহাবীর দুইটি সন্তান ছিলো এবং সে ঐ সাহাবীর আরেকটি সন্তান তার পেটে ধারণ করছিলো।

একদা রাতে দাসীটি রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কে গালাগাল শুরু করে। তখন সাহাবীটি খঞ্জর দিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করলেন। এবং জোরে চাপ দিলেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। এমনকি দাসীটির দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে তার পেটের বাচ্চা বের হয়ে গেলো এবং বাচ্চাটি রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো।

সকালে বিষয়টি রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর কাছে উপস্থাপিত হয়।

তখন তিনি সবাইকে একত্র করে বলেন, "যে এ কাজ করেছে তাকে আল্লাহর কসম ও আমার উপর থাকা তার হকের কসম দিচ্ছি সে যেন দাঁড়িয়ে যায়।"

তখন সেই অন্ধ সাহাবী দাঁড়ালেন। তিনি লোকদের ভীড় ঠেলে রাসূলের কাছে এগিয়ে গেলেন। রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর সামনে গিয়ে বসে পড়লেন।

এবং বললেন-

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি ই সেই ব্যক্তি যে এই কাজ করেছে।  
সে আপনাকে গালাগাল করতো, আপনার কুৎসা রটাতো। আমি তাকে এসব করতে বাঁধা দিতাম। কিন্তু সে বিরত হতো না। তাকে হুমকি ধামকি দিতাম, তবু সে থামতো না।  
তার থেকে আমার ইরার টুকরোর মত দু'টি সন্তান আছে। আমি তাকে খুব ভালবাসতাম।  
গতরাতে সে যখন আপনাকে অভিশাপ দিতে শুরু করো তখন আমি একটি খঞ্জর তার পেটে চেপে ধরি। তারপর তা চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করি।"

তখন রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন-

"লোকেরা! তোমরা সাক্ষী থেকে! এর রক্তের কোনো মূল্য নেই।" (অর্থাৎ তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই এবং যে তাকে হত্যা করেছে তার ও কোনো শাস্তি নেই) {সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৬৩, সুনানে দারা কুতনী, হাদীস নং-১০৩, আল মুজামুল কাবীর, হাদীস নং-১১৯৮৪,

বুলুগুল মারাম, হাদৌস নং-১২০৪}

# মহাপবিত্র কুরআনের ভাষায় রাসূল[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] অবমাননার শাস্তিঃ

কুরআনে কারীমে শাতেমে রাসূলের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে মর্মে ঘোষণা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে-

[ ৩৩ : ৫৭ ] اٰنِيْهِمْ اَبَدًا مِّمَّا دَعَاوْا فَرَحَالُوْا اِيْنْدَالِا يٰۤاِنَّهُمْ لَكٰفِرُوْنَ لَا يَنْتَوِيْنَ يَدِيْۤا نَاۤ اِيْلٰهِيْۤا اِنَّهُمْ لَمُهْزٰٓنُوْنَ اِلٰيْهِۤا اِنَّهُمْ لَمُهْزٰٓنُوْنَ اِلٰيْهِۤا اِنَّهُمْ لَمُهْزٰٓنُوْنَ اِلٰيْهِۤا اِنَّهُمْ لَمُهْزٰٓنُوْنَ اِلٰيْهِۤا  
যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে  
অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।  
[সূরা আহযাব:৫৭]

তারপর তাদের হত্যার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِدُ بِمَا لَوَا جِئْنَاكَ مِنْ إِحْسَنِ الْمَكِينِ  
أَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ لَمَّا خُنَّكَ بِمَا عَاهَدْتَهُمْ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمَّا خُلِبَتْ الْأَرْضَانِ  
[ ٦١ : ٣٣ ]

অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না। [সূরা আহযাব:৬১-৬২]

কুরআন কারীমের অন্যত্র ঘোষণা হচ্ছে-

[ ١١ : ٩ ] نَوْمَلَعِي مَوْقِلَاتِ أَيَّالَا لِّصَفْتُو ۖ بِنِيدَا يِي فِ مَكْزَلُوخِإِف ۖ قَاكْزَلَا أَوْتَاو ۖ قَالْمِلَا أَوْمَاقَاو أَوْبَاتْ نِإِف  
 نِم مَهْنَامِيَا أَوْتَكْزَن إَو [ ١٢ : ٩ ] نَوَهْتَنِي مَهْلَعَا مَهْلَا نَامِيَا ۖ لَامَهْنِإِ ۖ رِفْكَلَا ۖ هَمْنِإِ أَوِلَاتَقْ مَكْنِيد يِي فِ أَوْنَعَطُو ۖ مَهْدَهْع ۖ حَبَر  
 أَوْتَكْزَن أَمَوْق ۖ نَوِلَاتَقْ  
 نِإِ دُوشَخْتْ نَأ قَحَا ۖ هَلَا ۖ مَهْنُوشَخْتَا ۖ قَرَم لَوَا ۖ مَكُوعَدَبْ مَهْو ۖ لَوُسْرَا ۖ جَارْخِإِبْ أَوْهَو مَهْنَامِيَا  
 [ ١٣ : ٩ ] نِ بِنَمُومْ مَهْتَنَكْ

অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি। আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কেন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বাইস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। [সূরা তওবা:১১-১৩]

# আল্লাহ তা'যালার পরোক্ষ ওই হাদীসের ভাষ্যমতেঃ

دوبرضافى باحصاً بس ن مو دولتقاف ابيذ بس ن م  
হযরত আলী [রাহিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত।

রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন-

"যে ব্যক্তি আমাকে গালি দেয়, তাকে হত্যা কর। আর যে আমার সাহাবীকে গালি দেয়, তাকে প্রহার কর।" {জামেউল আহাদীস, হাদীস নং-২২৩৬৬, জামেউল জাওয়ামে, হাদীস নং-৫০৯৭, দায়লামী, ৩/৫৪১, হাদীস নং-৫৬৮৮, আস সারেমুল মাসলুল-৯২}

--আরবী অভিধানে ছব্ব [গালি] বলা হয়- কোন বিষয়ে এমন কথা বলা, যার দ্বারা উক্ত বিষয়ে দোষ ও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। {মেরকাত}

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন-

"যে কথা সমাজে খারাপ ও দোষ এবং ত্রুটি হিসেবে বলা হয় তা'ই 'ছব্ব' তথা গালি।" {আস সারেমুল মাসলুল-৫৩৪}

# সাহাবা [রাহিয়াল্লাহু আনহুম]-দের জীবন থেকেঃ

'গুরফা বিন হারেস আল কিন্দী' নামের একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি এমন ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। যার সাথে এ চুক্তি ছিল যে, তার জান-মালের হিফাজতের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানে(খলীফাহ)র। বিনিময়ে সে ইসলামী রাষ্ট্রে কোষাগারে কর জমা দিত।

হযরত গুরফা বিন হারেস আল কিন্দী লোকটিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। লোকটি জবাবে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কে গালি দিল। তখন হযরত গুরফা লোকটিকে সেখানেই হত্যা করে ফেলেন।

এ সংবাদ হযরত আমর বিন আস [রাহিয়াল্লাহু আনহু] এর কাছে পৌঁছেলে তিনি হযরত গুরফাকে বললেন, "এ লোকের সাথে তো আমাদের অঙ্গীকার আছে। সে হিসেবে সে তো নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য। তুমি তাকে হত্যা করলে কেনো?"

হযরত গুরফা জবাব দিলেন- "তার সাথে আমাদের অঙ্গীকার একথার উপর নয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]- কে গালাগাল দিবে আর আমরা তার হিফাজত করবো।"

{হায়াতুস সাহাবা-২/৩৫১, উর্দু এডিশন}

# শাতেমে রাসূল সম্পর্কে চার মাযহাব এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়াঃ

\* ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাব:

আল্লামা খাইরুদ্দীন রামালী (রাহিমাহুল্লাহ) ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়ায়



লিখেছেন:

“রাসূলের কটুক্তিকারীদের সর্বাবস্থায় হত্যা করা জরুরী। তার তওবা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। চাই সে গ্রেফতারের পরে তওবা করুক বা নিজ থেকেই তওবা করুক। কারণ এমন ব্যক্তির তওবার কোনো পরোয়াই করা যায় না এবং এই মাস’আলায় কোনো মুসলমানের মতভেদ কল্পনাও করা যায় না। এটিই ইমামে আযম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ), আহলে কুফী ও ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাব।” [তাম্বিহুল উলাতি ওয়াল হুকাম, পৃষ্ঠা ৩২৮]

আল্লামা শামী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করেন:

“সকল উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলের কটুক্তিকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম আবুল লাইস (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ), এমনকি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাহিমাহুল্লাহ আবহু) সহ সকলের মতেই রাসূলের কটুক্তিকারীর তওবা কবুল করা হবে না।”

ফিকহে হানাফির অন্যতম বড় ফকীহ ইমাম ইবনে হুমাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

“রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং যে কটুক্তিকারী, সে তো আরো আগেই মুরতাদ হয়ে যাবে। আমাদের মতে, এমন ব্যক্তিকে হৃদ হিসেবে হত্যা করা জরুরী। তওবা গ্রহণ করে তার হত্যা মাফ করা যাবে না।” [ফাতহুল কাদীর, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭]

\* ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাব:

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) একাধিকবার বলেছেন:

“রাসূলের কটুক্তিকারীর শুধু গর্দানই উড়িয়ে দেওয়া নয়, তার লাশও যেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইবনে কাসেম (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গালি দিবে, বদনাম করবে, দোষ-ত্রুটি বের করবে, তাকে হত্যা করা হবে, চাই সে কাফের হোক বা মুসলমান, তার কাছে তওবা তলব করা হবে না।” [আস সারিমুল মাসলুল ‘আলা শাতিমির রাসূল]

ইবনে কাসেম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে:

ইমাম মালেক বলেছেন: শাতিমির রাসূল তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কটুক্তিকারীর গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। ইবনে কাসেম (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞেস করেন,

“আপনার অনুমতি চাই যাতে মৃত্যুর পর তার লাশও জ্বালিয়ে দিতে হবে। এই কথা শুনে তিনি বললেন, অবশ্যই রাসূলের কটুক্তিকারী এই শাস্তিরই উপযুক্ত।” [কিতাব আশ শিফা বিত-তারিফি হুকুল মুস্তাফা, খন্ড-২]

\* ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাব:



ইমাম খাতাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

“আমার জানা মতে, কোনো একজন মুসলমানও রাসূলের কটুক্তিকারীদের হত্যা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত করেননি।”

[ফাতহুল কাদীর, আস সারিমুল মাসলুল, ফাতহুল বারী]

ইসহাক ইবনে রাহবিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

“এ বিষয়ের উপর মুসলমানদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গালি দিবে কিংবা আল্লাহ্ নাযিলকৃত কোনো হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করবে সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও সে আল্লাহ্ সকল বিধি-বিধান মানুক না কেন।”

[আস সারিমুল মাসলুল]

\* ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাব:

শাইখুল ইসলাম ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

“আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি গালির ইঙ্গিত করাও ইরতেদাদের শামিল, যা হত্যাকে অবধারিত করে। ”

তিনি আরো বলেন, “চাই সে কাফের হোক বা মুসলিম, রাসূলের কটুক্তিকারীদের হত্যা করতে হবে। আমার মতে তাদের হত্যা করতে হবে এবং তার তওবা কবুল হবে না।”

[আস সারিমুল মাসলুল ‘আলা শাতিমির রাসূল]

\* শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) এর মত:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ ) বলেন:

“কোনো মুসলিম যদি নবীকে গালি দেয়, তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়। এই বিষয়ে সবাই একমত যে, কোনো নবীকে গালি দিলেই সে কাফের এবং তাকে হত্যা করা জায়েয হয়ে যায়।”

[আস সারিমুল মাসলুল ‘আলা শাতিমির রাসূল]

তিনি আরো বলেন:

“যদি কোনো জিন্মি বা জিযিয়া প্রদানকারী কাফির ও রাসূলকে অবমাননা করে তাহলে ও তাকে হত্যা করা হবে। কারণ তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অবমাননা করার কারণে তার সাথে কৃত অঙ্গীকার নামা বাতিল হয়ে যাবে।

[আস সারিমুল মাসলুল ‘আলা শাতিমির রাসূল]

.... {এক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দী মুশরিক নাদার ইবনে আবী হারিছ ও উকবা ইবন আবী মুয়িদেৰ ঘটনা দ্রষ্টব্য। তারা যুদ্ধবন্দী অবস্থায় ছিলো কিন্তু রাসূলকে অবমাননা করার কারণে তাদের হত্যা করা হয়}

আরো কিছু দলীলঃ

\* ইমামে খাতিমাতুল মুজতাহিদীন তাক্বীউদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন আব্দুল কাফী আস সুবকী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আসসাইফুল মাসলুল আলা মান সাব্বার রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] গ্রন্থে লিখেন যে:

"শাইখুল ইসলাম ইমাম কাজী ইয়াজ বলেন: উম্মতের ইজমা একথার উপর যে, মুসলমানদের মাঝে যে ব্যক্তি রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর শানে বেয়াদবী করবে, গালাগাল করবে তাকে হত্যা করা আবশ্যিক।"

\* ইমাম আবু বকর ইবনুল মুনজির বলেন:

"সমস্ত আহলে ইলম একথার উপর একমত যে যে ব্যক্তি রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-কে গালাগাল করবে, বা মন্দ বলবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।"

ইমাম মালেক বিন আনাস, ইমাম আবুল লাইস, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম ইসহাক ও এ বক্তব্যের প্রবক্তা। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাজহাব।

\* ইমাম কাজী ইয়াজ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"এমনিভাবে একই মত ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) হানাফী ফুকাহাদের, এবং ইমাম সাওরী, আহলে কুফা ও ইমাম আওজায়ী থেকে শাতেমে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর ব্যাপারে এমনটিই বর্ণিত (তাদের হত্যা করা হবে)।" {সুবুলু হুদা ওয়ার রাশাদ-১২/২১, আশ শিফা-২/২১১}

\* ইমাম মুহাম্মদ বিন সুহনুন বলেন:

"ওলামায়ে কেরাম রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কে গালাগালকারী ও তাঁর নামে কুৎসাকারীদের কাফের হওয়ার উপর ইজমা তথা ঐক্যমত্ব হয়েছেন। আর এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহর শাস্তি ও ধমক রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাফের হওয়া ও শাস্তির অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে, তার পক্ষে কথা বলবে সেও কাফের।

\* ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে:

"আমি এমন কোন মুসলমানের ব্যাপারে জানি না যে, এমন ব্যক্তির হত্যার আবশ্যিকতার ব্যাপারে মতবিরোধ করে।" {রাসায়েলে ইবনে আবেদীন-১/৩১৬}

\* আল্লামা ইবনে হাজার আশকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"নবীজী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-কে মন্দ মন্তব্যকারীকে হত্যা করে দেয়া হবে। আর মুসলমান হলে সে মুরতাদ হয়ে যায়। আর তার থেকে তওবা করার আবেদন করার দরকার নেই।" {বুলুগুল মারাম ফি আহাদীসিল আহকাম-১৩৩}

\* আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"যে ব্যক্তি ইসলাম বা কুরআনের বিরুদ্ধে খারাপ মন্তব্য করে, অথবা রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর ব্যাপারে মন্দ কথা বলে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে।" {মাহাসিনুত তাওয়াইল-৫/১৪২}

# শাতেমে রাসূলের শাস্তি কার্যকর করবে কে,কিভাবেঃ

রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সিরাত ও উলামায়ে হক্কদের মত থেকে তিনটি পদ্ধতি বা কার্যক্ষেত্র পাওয়া যায়।যথা-

\*মুসলিম শাসক/খলীফাহঃ

ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এর মতানুসারে তাকে হত্যা বা তার বিচার করবে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম শাসক/খলিফাহ। [বাদাউস সানায়ে]

\* গুপ্তহত্যাঃ

গুপ্তহত্যা তথা **Assassination** কে ইসলামী পরিভাষায় 'ইগতিয়াল' বলা হয়। বাংলা ভাষায়-এর শাব্দিক অর্থ হলো : অপ্রস্তুত অবস্থায় অতর্কিত আক্রমণ করে কিংবা গোপন কোন কৌশলে কাউকে হত্যা করা ।

শাতেমে রাসূলকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে গুপ্তহত্যা সবৈব বৈধ।

শাতেমে রাসূল, ইহুদী কাব বিন আশরাফ(তার ঘটনার বিস্তারিত উপরে বর্ণিত হয়েছে) এবং আবু রাফের(তার ঘটনার বিস্তারিত উপরে বর্ণিত হয়েছে) গুপ্তহত্যা যার প্রমাণ। এক্ষেত্রে সে কাফির হোক আর মুসলিম হোক, তার সাথে কোনো চুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক। যেমনটি ফতহুল বারী গ্রন্থে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) ইকরামা (রাহিয়াল্লাহু আনহু) এর সুত্রে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, "এ হত্যাকাণ্ড[কাব বিন আশরাফের] সংঘটিত হওয়ার পর গোটা ইহুদী সম্প্রদায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর কাছে এসে তাদের নেতার গুপ্তহত্যার শিকার এবং এর সাথে মুসলিমদের জড়িত থাকার ঘটনা তাঁকে জানায়।

রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তার রক্ত পণের ব্যপারে কোন কথা না বলে বরং তাদেরকে তিনি মনে করিয়ে দিতে লাগলেন যে, সে আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সম্পর্কে কিসব আপত্তিকর কথাবার্তা বলে বেড়াতো।

এতটুকুতেই রাসূল ক্ষান্ত হননি, বরং তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে ভবিষ্যতে ও যদি

কেউ তার মতো আচরণ করে তাহলে তার পরিণতিও একই রকম হবে।

আবু রাফে-এর গুপ্তহত্যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) ফতহুল বারী গ্রন্থে বলেন: "ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছে এমন মুশরিকদেরকে হত্যার বৈধতা সহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে শক্তি সম্পদ কিংবা জবান দ্বারা; কেউ যদি তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে তাহলে তাদেরকে যে কোন উপায়ে হত্যা করার কিংবা গুপ্তচরবৃত্তি করার ব্যাপারে এ ঘটনা থেকে বৈধতা পাওয়া যায়। "

এই গুপ্তহত্যা করা হবে মুসলিম শাসকের/খলিফাহর লোকদের দ্বারা বা কোনো রাসূল প্রেমী মুসলিম রা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে খলিফাহর অনুমতি ছাড়া ও এ কার্য সম্পাদন করে তাহলে ও তা জায়েয হবে। এক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোনো হদ কায়েম করা যাবে না। কারণ শাতেমে রাসূলের রক্ত সর্বাবস্থায় হালাল। [আশ-শিফা]

\* ব্যক্তিগতভাবে:

যদি কোনো সাধারণ মানুষ শাতিমির রাসূলকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তা বৈধ হবে এবং তার উপর শরীয়াহ র কোন শাস্তি বা হদ আসবে না। কেননা রাসূল[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]কে অবমাননা করার কারণে লোকটি প্রথমেই তার রক্তকে অন্যের জন্য হালাল করে দিয়েছে।

বাদায়েউস সানায়েতে বলা হয়েছে-

عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ رَسُوْلًا مِنْ رُسُلِ اللَّهِ (ﷺ) قَتَلَ نَفْسًا مُبَارَكَةً»  
(ن يذترملا ما كحا نايب اماو)  
যদি তাকে কেউ হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীর উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না।

{বাদায়েউস সানায়ে-৭/১৩৪}

আর এটাই ইমাম আবু হানারী এবং ইমাম শাফেয়ীর মত।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর বিখ্যাত কিতাব আস সারিমুল মাসলুল 'আলা শাতিমির রাসূল[রসূলকে অভিশাপকারীর উপর উদ্ভূত তলোয়ার]-এ কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করেন যেখানে দোষীকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে খলিফাহর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই; যার মাঝে শাতেমে রাসূলের হত্যাকাণ্ড অন্যতম।

{এর প্রমাণ রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর সিরাত থেকে পাওয়া যায়। রাসূলের অনুমতি ব্যতিরেকে এক অন্ধ সাহাবী কর্তৃক তার দাসী উম্মু ওয়ালাদ নাম্মী(তার ঘটনার বিস্তারিত উপরে বর্ণিত হয়েছে) এবং আরেক অন্ধ সাহাবী উমায়ের বিন আদী[আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন] কর্তৃক আসমা বিনতে মারওয়ান নাম্মী নামক এক মহিলার হত্যাকাণ্ড দ্রষ্টব্য। যখন ঐ অন্ধ সাহাবী মারওয়ান নাম্মীকে হত্যা করেন তখন সে তার দুষ্কপোষ্য শিশুকে দুষ্ক পান করানো অবস্থায় ছিলো এবং পরবর্তীতে রাসূলকে এ বিষয়ে জানানো হলে তিনি এর বিপক্ষে কোনোরূপ প্রক্রিয়া দেখানোর বদলা উল্টো বলেন," এ বিষয়ে দুটো ছাগল ও বিরোধ করবো না।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর আশপাশে যারা ছিল তাদেরকে লক্ষ করে বললেন:

"তোমাদের যখন মন চাইবে এমন কোন ব্যক্তির দিকে তাকাতে যে আল্লাহু তায়ালা এবং তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছে, তখন তোমরা উমায়ের বিন আদী এর দিকে তাকাবো।" [আল বিদায়া



ওয়ান নিহায়া]]}

# সাধারণ বিষয়, স্বাভাবিক প্রেক্ষাপটের সাথে উক্ত বিশেষ বিষয়, প্রেক্ষাপটের তুলনা করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য না করা এক জিনিস আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কটাক্ষ করা অন্য জিনিস।

কোনো চুক্তিবদ্ধ কাফির যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে না মানে তাহলে তার পরিণতি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং আমরা তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিবো। এক্ষেত্রে যার যার ব্যক্তিগত দুর্নিয়ামী স্বাধীনতা আছে। এটা হলো স্বাভাবিক প্রেক্ষাপট বা ক্ষেত্র বিশেষ।

কিন্তু কোনো কাফির বা কোনো মুসলিম যদি আল্লাহ্ ও তাঁর অপমান করে বা কুৎসা রটায় তাহলে তার প্রতি কোনো চুক্তি, কোন অধিকার কার্যকর হবে না, বরঞ্চ তা রহিত হয়ে যাবে এবং তার রক্ত সর্বাবস্থায় হালাল হয়ে যাবে, এটা হলো আল্লাহ্ আযযা ওয়া জালের বিধান এবং তাঁর রাসূলের ফায়সালা। কারণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অবমাননা করার কোনো অধিকার তার নেই। এটা সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বড় অন্যায় কাজ। আর এটা হচ্ছে অস্বাভাবিক ক্ষেত্র বা বিশেষ প্রেক্ষাপট।

এক্ষেত্রে এমন অনেক জিনিস জায়েয হয়ে যায়, যা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে জায়েয নয়।

যেমন: শাতেমে রাসূলের সাথে যদি কোনো চুক্তি থাকে বা সে যদি যুদ্ধবন্দী হয় কিংবা সে যদি কোনো নারী ও হয় কিংবা সে যেই হোক না কেনো তাকে সর্বাবস্থায়, যেকোনো ভাবে হত্যা করতে হবে। এবিষয়ে ইমামদের ইজমা রয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ কাফির ও নারী শাতেমে রাসূল -সম্পর্কে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আরো কিছু ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়া হলো-

\* ইবনে খাতালের দুই বাদি ছিল, যারা রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সম্পর্কে কুৎসামূলক গান গাইতো। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাদেরও হত্যা করার নির্দেশ দেন। {আসাহুর্ সিয়র-২৬৬, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৪৯৮}

গান যদিও অন্যের বানানো, তবু ও কেবল গাওয়ার কারণে তাদের হত্যা করা হয়।

\* রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] যখন মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। তিনি মাথা থেকে তা খুললেন। সেসময় একজন এসে বললেন যে, ইবনে খাতাল কাবার গিলাফ ধরে বসে আছে। রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন-তাকে হত্যা কর এবং তাকে সেরূপ অবস্থায় ই হত্যা করা হলো। কারণ সে রাসূলের নামে কুৎসা রটাতো। {সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৭৪৯}

\* এক ইহুদী মহিলা রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কে গালাগাল করত, মন্দ কথা বলত। তখন এক ব্যক্তি তার গলা চেপে ধরে, ফলে সে মারা যায়। তখন রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তার হত্যার বদলে উক্ত সাহাবীর হত্যাকে অগ্রহণীয় সাব্যস্ত করেন।

{সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৬৪, সুনানে বায়হাকী কুবরা, হাদীস নং-১৩১৫৪,}

.....অথচ আমরা সবাই জানি রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম] যোদ্ধা নয় এমন সব নারীর হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাহলে কেন এই ক্ষেত্রে এই মহিলাদের বিরুদ্ধে নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছিল??

--এর কারণ হল, তাদের এই অপরাধ [রাসূলুল্লাহ -এর অবমাননা করা] এতোই গুরুতর একটি অপরাধ যে এক্ষেত্রে শরীয়াহ-এর সাধারণ হুকুমেরও ব্যতিক্রম করা হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ -এর অবমাননা করা এতোই জঘন্য অপরাধ ও তাঁর সীমালঙ্ঘন।

তাছাড়া শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আস সারিমুল মাসলুল 'আলা শাতিমির রাসূল'- গ্রন্থে বলেন:

" সাহাবায়ে কেরাম [রাহিয়াল্লাহু আনহুম] দের মাঝে এটা একটি সাধারণ প্রচলন ছিল যে, আল্লাহর রাসূলকে কেউ কষ্ট দিয়েছে একথা তারা জানতে পারলে তারা তাকে নির্দিধায় হত্যা করে ফেলতেন, কেননা তার এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে এটাই তার প্রাপ্য।

কেবল আল্লাহ র রাসূলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা সাপেক্ষে তিনি যদি কাউকে ক্ষমা করে দিতেন তবেই কেউ হত্যার হাত থেকে বাচতে পারতো। তবে এ ধরনের অপরাধী কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রার্থনার আগেই যদি কেউ হত্যা করে ফেলত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম হত্যাকারীকে কোনো দোষারোপ করতেন না, বরং তাকে বাহবা দিতেন এবং তার প্রশংসা করতেন।

কেননা সে তো আল্লাহু তায়ালা এবং তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছে। যেমন: ওমর [রাহিয়াল্লাহু আনহু] এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন এ কারণে যে, সে আল্লাহু র রাসূলের বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে ছিলো না। আসমা বিনতে মারওয়ান ও অন্য এক ইহুদী নারীকে হত্যার দৃষ্টান্তও একই রকম।

আল্লাহু র রাসূলের ইন্তেকালের সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে আর বাকি রয়ে গেছে কেবল শাস্তি প্রয়োগের বিধান।"

কিন্তু এখন এমন অনেক তথাকথিত মুসলিম আর তথাকথিত উলামাদের উদ্ভব ঘটেছে যারা শাতেমে রাসূলের শাস্তি কার্যকরের ব্যাপারে বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয়। [এর দ্বারা তাদের রাসূল প্রেমের অভাব, তাদের আকিদা-বিশ্বাসে যে মারাত্মক পর্যায়ের ত্রুটি রয়েছে -সেটা ই পরিলক্ষিত হয়] যদিও শরীয়াহ র দৃষ্টিতে সেগুলার কোনো যুক্তিকতা নেই, আমাদের পূর্ববর্তী উলামায়ে হক্ক রা এই 'Settled' বিষয়ে এরকম কোনো শর্ত জুড়ে দেন নি।

এরকম একটি খোড়া যুক্তি- "শাসকের অনুমতি না নিয়ে বা শাসক ছাড়া শাতেমে রাসূলকে হত্যা বৈধ নয় বা কেউ হত্যা করতে পারবে না।"

-- এই অভিযোগকারীরা আল্লাহু ও তাঁর রাসূলকে সাহায্যকারী উম্মাহ র এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের এজন্য তিরস্কার করে, তাঁদের নামে কুৎসা রটায়, তাঁদের শাস্তি দাবি করে।

অথচ আমরা রাসূলের সিরাত থেকে দেখি মদীনায়ে ইসলামী শরীয়াহ থাকা সত্ত্বেও ইসলামী শরীয়াহ রাস্তার প্রধান স্বয়ং রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম] বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অনেক সাহাবী তাঁর অনুমতি না নিয়ে, তাঁকে না জানিয়ে ই, এমনকি অনেক চুক্তিবদ্ধ(যাদের জান ও মালের হেফাজতের অঙ্গীকার ছিলো) শাতেমে-রাসূলকে ও স্ব-প্রণোদিত হয়ে হত্যা করেছেন।

কই রাসূল কি সেটাকে অবৈধ বলেছেন বা যারা এটা করেছে তাঁদেরকে কি তিনি তিরস্কার করেছেন কিংবা তাঁদের শাস্তি দিয়েছেন??

মিথ্যুকদের উপর আল্লাহু ও তাঁর রাসূলের লান্নত ।

তারপরো তর্কের খাতিরে যদি ধরে ও নেই শাসকের বিচার ছাড়া কেউ শাতেমে রাসূলকে হত্যা করতে পারবে না,করলে তা হারাম হবে।

তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় আপনারা কোন শাসকের কাছে শাতেমে রাসূলদের বিচার চাইবেন??

বর্তমানের আল্লাহ্ র আইন পরিবর্তনকারী,শাতেমে রাসূলদের রক্ষাকারী 'তাগুত' শাসকদের কাছে!!!

অথচ আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল বলেন:

اَوْمَكَاحْتَيٰ نَاْ نُوْدِيْرِيْكَ لِيْلَبَقْ نَمْلَزْنَا اَمَوٰكَ لِيْلَبَقْ لَزْنَا اَمِيْر اَوْمَمًا مَّهْمًا نُوْمُعْزِيْ نِيْذًا يٰ اِيْلَا رَزْمًا  
اُدِيْعِبْ اِلَّا اَضْمَهْمُضِيْ نَاْ نُوْمُعْزِيْ نِيْذًا اَوْرُقْكَ نَاْ اَوْرَمًا دَقُوْتِ وَغَطْلًا يٰ اِيْلَا

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে।কিন্তু তারা বিরোধী বিষয়ে তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হয়,অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাগুতকে মান্য না করো।....." [সূরা-নিসা:৬০]

.....

নিঃসন্দেহে আজো মুসলিম উম্মাহ রাসূলুল্লাহ -কে ভালোবাসে। তাঁরা বিভিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ -এর সম্মান সমুন্নত রাখার চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা রাস্তায় নেমে এসে এসব অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন ধরনের বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। তাঁরা পতাকা এবং কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে। কিছু কিছু দেশের পণ্য বর্জনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এসবই রাসূলুল্লাহ -এর অবমাননার বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ-র ঐক্যের প্রতিফলন। আবার একই সাথে আমরা পুরোপুরিভাবে গোমরাহীতে নিমজ্জিত এবং বিভ্রান্ত কিছু দা'ঈ-কেও দেখেছি যারা মুসলিম ছেলেমেয়েদের ডেনমার্ক নিয়ে গিয়েছে রাসূল - অবমাননাকারী কাফিরদের সাথে মতবিনিময় এবং সেতুবন্ধনের জন্য! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল - এর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক এই কুলাঙ্গারদের উপর।

অথচ আমরা দেখতে পাই যখন সাহাবা[রাহিয়াল্লাহু আনহুম]-দের একাট ছোট দল, কোনো এক শাতেমে রাসূল-কে হত্যা করে ফেরত আসছিলেন তখন তাঁদেরকে(রাহিয়াল্লাহু আনহু) অভিনন্দন জানিয়ে হাস্যোজ্জল মুখে রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন - "তোমাদের মুখমন্ডলসমূহ উজ্জ্বল হোক, তোমরা আল্লাহ্ ্ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছে" ।

তাছাড়া রাসূল[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]এর অবমাননা করার পর যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শাতেমে রাসূল-কে শাস্তি দেয়া না হয় তবে এর কারণে গোটা জাতিকেই আল্লাহর গণ্যপনিত হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল বলেন :

"অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।" [সূরা আন-নূর:৫৭]

তাই, আপনাদের মধ্যে কে আছেন যে এই মহান কাজের জন্য এগিয়ে আসবেন?

হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা ! আপনাদের মধ্যে কে আছেন যে ঐসব মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হতে চান, যে কিয়ামতের দিনে যখন রাসূলুল্লাহ -এর সাথে আপনার দেখা হবে তখন তিনি হাসি

মুখে আপনার দিকে তাকাবেন এবং আপনাকে আল কাউসার থেকে পান করতে দেবেন কারণ আপনি এগিয়ে এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ -এর সম্মান রক্ষার্থে?

হে উম্মাতে মুহাম্মাদী ! কে আছেন আপনাদের মধ্যে যে এই সম্মানের জন্য, এই মহৎ কাজের জন্য এগিয়ে আসবেন??? মুসলিম জাতিকে ধবংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন???

পরিশেষে বলতে চাই.....

হে রাসূলুল্লাহ !

"আপনার জন্য আমাদের জান কুরবান হোক"।

হে কুফরার!

"রাসূলুল্লাহ কে নিয়ে কটুক্তি করা যদি তোমাদের অধিকার হয়ে থাকে তাহলে মনে রেখো, আমাদেরও অধিকার আছে রাসূলুল্লাহ -এর সম্মান রক্ষা করার। আল্লাহ্ র রাসূল -এর অবমাননা করা যদি তোমাদের বাকস্বাধীনতার অংশ হয় তাহলে জেনে রাখ, তোমাদেরকে হত্যা করা, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও আমাদের দ্বীনের অংশ"।

--- ইমাম আনোয়ার-আল-আওলাকি [আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন]

||সমাপ্ত||